খুকি

ছোটখুকি সম্প্রতি মারা গেছে। ও কেন এসেছিল তাইজানি না। মাত্র আটমাস বেঁচে ছিল, কিন্তু এত দুঃখ পেয়ে গেলএই অল্প দিনের মধ্যে তা আর কাকে বলি ?ও আপন মনেহাসত কিন্তু সবাই বলত "আহা কি হাসেন, আর হাস্‌তে হবে না, কে তোমার হাসি দেখ্‌চে ?"—ওর অপরাধ ও জন্মাবার পরওর বাবা মারা গেল।

সত্যই ওর হাসি কেউ দেখতে চাইত না। ওর বাবা তোমারা গেল, ওর মারও সঙ্কটাপন্ন অসুখ হল—ওকে কেউদেখ্‌ত না—ওর খুড়িমা বললে—টাকা পাই তো ওকে মাইয়েরদুধ দি। ওকে নারকোল তলায় চট্ পেতে শুইয়ে রাখ্‌তেউঠানে—আমার কষ্ট হোত—কিন্তু অমি কি করবো ?আমি তো আর স্তন্যদুগ্ধ দিতে পারি নে ?ওর রিকেট্‌স হল। দিন দিন শীর্ণ হয়ে গেল—অমন সুন্দর রং কালো হয়ে গেল—তবুওমাঝে মাঝে বাইরের দালানে শুয়ে সেই অকারণ অর্থহীনহাসি হাস্‌তো—সেদিনও তেমনি হাস্‌তে দেখে এসেচি—ও শনিবারে যখন বাড়ি থেকে আসি। Unwanted smile !কিন্তু সে হাসি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েচে গত মঙ্গলবার থেকে—খয়রামারির মাঠে ওর বালিশটা পড়ে আছে সেদিনদেখেচি—এ ছাড়া আর কোনো চিহ্ন রেখে যায়নি ও। Poor little mite !

কিন্তু আমি বলি ও হাসি শাশ্বত। এই বসন্তে বনে বনেঘেঁটুফুলের দল ফুটেচে—ফুলে ফুলে কতকাল ধরে ফুটে আসচে—কালের মধ্যে দিয়ে ওর জীবন-ধারা অপ্রতিহত, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন ও নিত্য, খুকির হাসিও তেমনি—পার্ক সার্কাসথেকে ট্রামে আসতে আসতে তারাভরা নৈশ আকাশের দিকেচেয়ে চেয়ে আমার মনে এ সত্য জেগেচে—এই ঘূর্ণায়মান, বিশাল নাক্ষত্রিক জগৎ, সৃষ্টিই নীহারিকার প্রজ্বলন্ত বাষ্পপুঞ্জেররাশি—এই অনাদ্যন্ত মহাকাশ—এরা যেমন নিত্য, যতটুকুনিত্য, যে অর্থে নিত্য—তার চেয়ে কোনো অংশে কম নিত্য নয়আমার অবোধ, অসহায়, রোগশীর্ণ খুকির দন্তহীন কচিমুখেরঅনাদৃত, অপ্রার্থিত, অর্থহীন, অকারণ হাসিটুকু। বরং আমি ।বলবো তা আরো বড়—এই বিশ্বের কোথাও যেন এমন একটাবিপুল ও সুপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাত্ম নীতি আছে, উদীয়মান সবিতাররক্তরাগের মতো তা অন্ধকারের মধ্যে আলোর সঞ্চার করে, জড়ের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন জাগায়, সকল সৃষ্টিকে অর্থযুক্তকরে—এই জন্য অর্থযুক্ত করে যে, যে বর্ণের গৌরবেসৃষ্টির সৌন্দর্য রূপ পেয়েচে, মহিমময় হয়েচে—সেই বর্ণ সবিতার দান; আদিম অন্ধকারে অবগুণ্ঠিতা বসুন্ধরার মুখেরআবরণ অপসারিত করেচেন সবিতা তার আলোর অঙ্গুলির স্পর্শে—তাকে সার্থক করেচেন, জাগ্রত করেচেন মাটিরমূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা তাঁরই তেজোময় মন্ত্রে।

খুকির হাসি সবিতার ওই অমৃতজ্যোতির মতো, তা মৃত্যুঞ্জয়ী, তা বিশ্বের জড়পিণ্ডে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে, বিপুলসৃষ্টিকে অর্থযুক্ত করে, গৌরবময় করে।

তা মিথ্যা নয়, অনিত্য নয়—তা শাশ্বত, তা অমৃত। এবং তা শাশ্বত হয়েচে সৃষ্টির ওই অধ্যাত্ম-নীতির আইনে—ও নীতি অমোঘ—ওর শক্তি ও ওর সত্য অস্তিত্ব অন্তরতম অন্তরেঅনুভব করতে পারি—কিন্তু ভাষায় বোঝানো যায় না।

(*শ্রীহর্ষ, শরৎ ১৩৪১, পৃ: ১৪১-১৪২*)